রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১ ২০১৩ সনের ৪ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জানুয়ারি ২৪, ২০১৩

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৪৯—৬৩
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১১৫—১৫৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	২১—২৮
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারী চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	১০৩—১৩৫
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	৩—৪
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) . . . . . তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অর্থ মন্ত্রণালয়

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

পরিচালনা পর্ষদ ও সমন্বয় অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১১ জুলাই ২০১২

নং ৫৩.০০১.০১১.০০.০০.০১৩.২০০৮-২৬৪—কর্মসংস্থান ব্যাংক আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৭নং আইন) এর ৯(১)(খ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বেগম কামরুন নাহার আহমেদ, যুগ্ম-সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ-কে কর্মসংস্থান ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে পরিচালক হিসেবে পুনরাদেশ না দেয়া পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হলো।

জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

সাবিনা ইয়াসমিন
উপ-সচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

আইন ও বিচার বিভাগ

বিচার শাখা-৬

আদেশ

তারিখ, ১৮ এপ্রিল ২০১২

নং আর-৬/৪ডি-১১/২০১১/২৮৬—যেহেতু, জনাব মোঃ খায়রুজ্জামান মন্ডল, সাব-রেজিস্ট্রার, বিরামপুর, দিনাজপুর, বর্তমানে, পীরগাছা, রংপুর-এর বিরুদ্ধে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযোগ আনয়নপূর্বক ১১/২০১১ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করতঃ কেন তাকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না সে মর্মে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করা হয়; এবং

যেহেতু, জনাব মোঃ খায়রুজ্জামান মন্ডল, সাব-রেজিস্ট্রার, বিরামপুর, দিনাজপুর, বর্তমানে, পীরগাছা, রংপুর, উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাবে প্রস্তাবিত শাস্তি প্রদানের বিপক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেননি; এবং

ড. মোঃ আলী আকবর (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ সচিব), উপ পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা জনাব মোঃ খায়রুজ্জামান মন্ডল, সাব-রেজিস্ট্রার, বিরামপুর, দিনাজপুর, বর্তমানে, পীরগাছা, রংপুর-এর বিরুদ্ধে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে মর্মে উল্লেখপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন; এবং

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন ও সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনাক্রমে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জনাব মোঃ খায়রুজ্জামান মন্ডল, সাব-রেজিস্ট্রার, বিরামপুর, দিনাজপুর, বর্তমানে, পীরগাছা, রংপুরকে অভিযোগের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্ত করে তাকে কেন "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হবে না তদমর্মে ২য় কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়; এবং

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ দর্শানোর নোটিশের প্রতি উত্তরে প্রস্তাবিত শাস্তির বিরুদ্ধে সন্তোষজনক জবাব প্রদান করেননি; এবং

যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ কর্তৃক "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" এর গুরুদণ্ড আরোপের প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন জনাব মোঃ খায়রুজ্জামান মন্ডল, সাব-রেজিস্ট্রার বিরামপুর, দিনাজপুর; বর্তমানে, পীরগাছা, রংপুরকে "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করণের প্রস্তাবের সাথে এক মত পোষণ করেন;

সেহেতু, এক্ষণে, জনাব মোঃ খায়রুজ্জামান মন্ডল, সাব-রেজিস্ট্রার, বিরামপুর, দিনাজপুর, বর্তমানে, পীরগাছা, রংপুরকে ১৯৮৫ সনের সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালার ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক "চাকুরি হতে বরখাস্ত (Dismissal from Service)" করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আশীষ রঞ্জন দাস
সচিব (দায়িত্ব প্রাপ্ত)।

আদেশ

তারিখ, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০১২

নং আর-৬/৭এন-০২/২০১২-৭৬—১৯৬১ সালের নোটারী অধ্যাদেশ (১৯৬১ সালের ১৯ নং অধ্যাদেশ) এর ৩ ধারার অর্পিত ক্ষমতাবলে ঢাকা জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্য এ্যাডভোকেট জনাব মোহাম্মদ নুরুল আমিন, পিতা মরহুম জনাব বাদশা মিয়াকে সমগ্র বাংলাদেশ অধিক্ষেত্রের জন্য নোটারী পাবলিক হিসাবে কার্য সম্পাদনের নিমিত্তে এতদ্বারা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলী সাপেক্ষে এই সার্টিফিকেট প্রদানের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসরের মেয়াদে নোটারীরূপে নিয়োগ করা হইল ঃ

(ক) যদি উপরোক্ত মেয়াদ শেষ হইবার পরে নোটারীরূপে তিনি কাজ করিতে ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদ শেষ হইবার অন্ততঃ তিন মাস পূর্বে তিনি উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারার অধীনে আবেদন পেশ করিবেন।

(খ) ১৯৬৪ সনের নোটারী বিধিমালার ১৯ নং ফরমে তিনি প্রতিবৎসর জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববর্তী বৎসরের নোটারীরূপে তৎকর্তৃক সম্পাদিত যাবতীয় কার্যের একটি বিবরণী (রিটার্ন) সরকারের নিকট পেশ করিবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ্ শেখ মোঃ জহিরুল হক
যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন-২)(অতিঃদায়িত্ব)ও
উপ-সচিব (প্রশাসন-১)।

কৃষি মন্ত্রণালয়
সম্প্রসারণ-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ জুলাই ২০১২

নং ১২.০৫২.০২৭.০০.০০.০৫৬.২০১১-১১৩৮—কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর অংশের কর্মকর্তা জনাব মোঃ সিদ্দিকুর রহমান ভূইয়া, প্রাক্তন বিষয়বস্তু কর্মকর্তা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, সরিষাবাড়ী, জামালপুর এর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা থাকায় মন্ত্রণালয়ের ০৯-০২-১৯৯৮ তারিখের কৃম/শা-১/সঃ-৬/৯৮-৯৩ সংখ্যক প্রজ্ঞাপন মারফত সাময়িক বরখাস্তের আদেশ সূত্রোক্ত ২নং প্রজ্ঞাপন মারফত প্রত্যাহার হওয়ায় এবং সূত্রোক্ত ৩নং প্রজ্ঞাপন মারফত ১০-০২-১৯৯৮ তারিখ হতে ২৮-০২-১৯৯৮ তারিখ পর্যন্ত (উনিশ) দিন অনুপস্থিতিকালীন সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি ভূতাপেক্ষভাবে মঞ্জুর হওয়ায় তাঁর এলপিআর মঞ্জুর, পেনশনসহ সরকারি প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে অন্যান্য সকল আর্থিক সুবিধাদি প্রাপ্তির লক্ষ্যে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সোঃ সারওয়ার মুর্শেদ চৌধুরী
সিনিয়র সহকারী সচিব।

তথ্য মন্ত্রণালয়
চলচ্চিত্র শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ শ্রাবণ ১৪১৯/০৮ আগস্ট ২০১২

নং ১৫.০০.০০০০.০২৭.৩১.০০৮.১২.৪৬৮—চলচ্চিত্র শিল্পে মেধা ও সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং বাংলাদেশের আবহমান সংস্কৃতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মানবীয় মূল্যবোধ সম্পন্ন জীবনমুখী, রুচিশীল ও শিল্পমানসমৃদ্ধ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের লক্ষ্যে প্রাপ্ত প্যাকেজ প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য সরকার নিম্নরূপভাবে **'চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি'** গঠন করলেনঃ

সভাপতি

(১) অতিরিক্ত সচিব, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদস্যবৃন্দ

(২) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

(৩) মহাপরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ঢাকা।

(৪) জনাব নাসির আহমেদ, সাংবাদিক, বাড়ী নং-৬৭৬ (৪র্থ তলা), রোড নং-১৩ বায়তুল আমান হাউজিং সোসাইটি, আদাবর, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

(৫) জনাব মনজুরুল আহসান বুলবুল, বিশিষ্ট সাংবাদিক, ফ্ল্যাট নং-১১ জে, ইস্টার্ণ হাউজিং ১০২-১০৪ বড় মগবাজার, রমনা, ঢাকা-১২১৭।

(৬) ড. সাজেদুল আওয়াল, অধ্যাপক, মিডিয়া এন্ড ফিল্ম, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়।

সদস্য-সচিব

(৭) উপ-সচিব, চলচ্চিত্র শাখা, তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২। এতদ্বারা ২৫ অক্টোবর ২০১১ তারিখে তম/চলচ্চিত্র/অনুদান-১৭/২০১১/৬২৮ নং প্রজ্ঞাপনমূলে ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সরকারি অনুদান প্রদানের জন্য গঠিত 'চলচ্চিত্র অনুদান বাছাই কমিটি' বাতিল করা হলো।

৩। **কমিটির কার্যপরিধিঃ**

(ক) অনুদান প্রদানের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত 'উন্নতমানের চলচ্চিত্র নির্মাণে সরকারি অনুদান প্রদানের নীতিমালা-২০১২' এর ভিত্তিতে কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বাছাই করবেন;

(খ) কমিটি প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ পরীক্ষা করে গুণগত মানের ভিত্তিতে অনুদান প্রদানের জন্য মেধাক্রমানুসারে তালিকা প্রস্তুত করে চিত্রনাট্যের মূলকপিসহ একটি প্রতিবেদন তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর জমা প্রদান করবেন;

(গ) কমিটি প্রথম সভা অনুষ্ঠানের তারিখ থেকে ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট সুপারিশ প্রদান করবেন;

(ঘ) সদস্য-সচিব কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

জি. এন. নজমুল হোসেন খান
উপ-সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৭ আষাঢ় ১৪১৯/১১ জুলাই ২০১২

নং প্রম/ডিজিএমএস/ছুটি/ডি-৫/২০১১/১৭১—যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আল মামুন, সামরিক চিকিৎসা সার্ভিস মহাপরিদপ্তর (ডিজিএমএস)-এর অধীন এএফএফএন্ডডি ল্যাব-এ সিনিয়র রিসার্চ অফিসার (সিজিও-১) হিসেবে কর্মকালীন ২৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ থেকে সরকারের বিনা অনুমতিতে উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ গমন করেন এবং বিদেশে ৩০ (ত্রিশ) দিনের অধিক সময় অবস্থান করে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন;

যেহেতু, এ অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫-এর ৩(সি) অনুযায়ী ডিজারশন-এর দায়ে কারণ দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হলে তিনি জবাব প্রদান করেন এবং ৩০ মে ২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানি গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আল মামুন-এর ব্যক্তিগত শুনানি, শুনানিকালে তাঁর প্রদত্ত মৌখিক জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র যথাযথভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনাপূর্বক তাঁকে 'তিরস্কার' দন্ড প্রদানের এবং তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিত ২৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ থেকে কর্মে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোহাম্মদ আল মামুন, সিনিয়র রিসার্চ অফিসার (সিজিও-১), এএফএফএন্ডডি ল্যাব, ডিজিএমএস, ঢাকা সেনানিবাস ঢাকা-কে 'তিরস্কার' দন্ড প্রদান করা হল এবং তার অননুমোদিত অনুপস্থিত ২৪ নভেম্বর ২০১০ তারিখ থেকে কর্মে যোগদানের পূর্বদিন পর্যন্ত সময়কে বিনা বেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

খোন্দকার মোঃ আসাদুজ্জামান
সচিব।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
(টিও-০১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ আগস্ট ২০১২

নং বাম/টিও-১/জি-৩০/৯৫/৩৯৫—'টাঙ্গাইল জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ' নামীয় সংগঠনটি মন্ত্রণালয়ের টি.ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত একটি বাণিজ্য সংগঠন, যার লাইসেন্স নং-০৪/৯৬, তারিখ ২১-০১-১৯৯৬।

যেহেতু, সংগঠনটির অনুকূলে টি.ও. লাইসেন্স প্রদানের পর টাঙ্গাইল চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সদস্য পদ গ্রহণের তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি এবং মন্ত্রণালয় হতে ১১-৭-২০১২ তারিখে রেজিঃ ডাকযোগে তথ্যাদি চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হলে উহা অবিলি অবস্থায় ফেরত আসায় প্রতীয়মান হয় সংগঠনটি ঠিকানা পরিবর্তন করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করেনি যা লাইসেন্সে প্রদত্ত শর্তের বরখেলাপ;

যেহেতু, সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এর ২৪ ধারা মোতাবেক সাংগঠনিক কার্যক্রমের তথ্যাদি যথা, নির্বাচন অনুষ্ঠানের তথ্যাদি, কার্যনির্বাহী কমিটির তালিকা, বার্ষিক অডিট প্রতিবেদন, বার্ষিক সাধারণ সভার রেজুলেশন মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুসারে লাইসেন্সভুক্ত বাণিজ্য সংগঠন হওয়া সত্ত্বেও আইন লংঘনকরে বিধি বর্হিভূতভাবে অপর একটি বাণিজ্য সংগঠন **"বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন সমিতির"** শাখায় পরিণত হয়েছে মর্মে জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল এর তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, যা বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ ও বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এর পরিপন্থি;

যেহেতু, সংগঠনটি লাইসেন্স প্রদানকালীন সময় হতে উহার সকল আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে;

যেহেতু, সংগঠনটি আইন লংঘনপূর্বক নিজের অস্তিত্ব বিলীন করেছে;

যেহেতু, সংগঠনটি বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১, বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ ও লাইসেন্স প্রদত্ত শর্ত প্রতিপালন না করে আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে নিজের অস্তিত্ব বিলীন করেছে বিধায় সংগঠনটির লাইসেন্স বাতিলযোগ্য;

সেহেতু, টাঙ্গাইল জেলা ট্রাক মালিক গ্রুপ এর অনুকূলে মন্ত্রণালয় হতে প্রদানকৃত ২১-০১-১৯৯৬ তারিখের ০৪/৯৬ নং লাইসেন্সটি বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ ১৯৬১ এর ৪ ধারা এবং বাণিজ্য সংগঠন বিধিমালা ১৯৯৪ এর ১১ বিধির প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

নাজমুল আহসান মজুমদার
পরিচালক, বাণিজ্য সংগঠন ও
উপ-সচিব।

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়

বিমান শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৫ জুলাই ২০১২

নং বিপম/বিমান/হজ ২০১২/০০৬/১২-৪৫১—২০১২ সালের হজযাত্রী পরিবহন কার্যক্রম তদারকি সমন্বয়, নির্বিঘ্ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ৮ মে ২০১২ তারিখের বিপম/বিমান/হজ/১২/০০৬/১২-২৪৯ নং প্রজ্ঞাপনমূলে গঠিত টাস্কফোর্সের আহবায়ক যুগ্ম-সচিব (সিএ) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান কে হজ প্রশাসনিক দল ২০১২ (১৪৩৩ হিঃ) এর তৃতীয় পর্যায়ে (শেষ গ্রুপে) অত্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। উক্ত কর্মকর্তার অনুপস্থিতিকালে টাস্কফোর্সের আহবায়কের সাময়িক দায়িত্ব সম্পাদনের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণ সেল" এর সেল প্রধান (যুগ্ম সচিব) জনাব জয়নাল আবেদীন তালুকদার কে দায়িত্ব প্রদান করা হলো।

২। যথাযথ কর্তৃকপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ প্রজ্ঞাপন জারী করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ ফিরোজ খান্নুন
উপ-সচিব।

ভূমি মন্ত্রণালয়

শাখা-২ (মাঠ প্রশাসন)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৮ জুলাই ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৬.১৫.১৪৬.১২-৬১৬—নির্দেশিত হয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ১৩-০৬-২০১২ তারিখের ০৫.১৫৬.০১৫.০৩.০০.০৩৫.১৯৯৬-৯০ নং স্মারকে প্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়াধীন ভূমি সংস্কার বোর্ডের অধীনস্থ সিলেট বিভাগের উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার অফিসের জন্য অস্থায়ীভাবে সৃষ্ট ৪ ক্যাটাগরীর ৪টি পদের মেয়াদ ০১-০৬-২০১২ তারিখ হতে ৩১-০৫-২০১৩ তারিখ পর্যন্ত সংরক্ষণের সরকারি মঞ্জুরী জ্ঞাপন করছি ঃ

ক্রমিক নং	পদের নাম	পদের সংখ্যা	জাতীয় বেতনস্কেল, ২০০৯ অনুযায়ী
(১)	উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার	০১(এক) টি	২৫৭৫০—৩৩৭৫০
(২)	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক	০১(এক) টি	৫২০০—১১২৩৫
(৩)	গাড়ীচালক	০১(এক) টি	৪৭০০—৯৭৪৫
(৪)	এমএলএসএস	০১(এক) টি	৪১০০—৭৭৪০
	মোট=	০৪ (চার) টি	

২। উক্ত পদের ব্যয় ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে ৪৬-ভূমি মন্ত্রণালয়-৪৬০৭-ভূমি সংস্কার বোর্ডের কোড ৪৫০১ হতে মিটানো হবে।

৩। সকল আনুষ্ঠানিকতা পালনপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এ জি,ও জারি করা হলো।

মোঃ মনিরুজ্জামান মিঞা
সিনিয়র সহকারী সচিব।

শাখা-৫

এল, এ কেস নং ৩৩/৬১-৬২

ঘ-ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ২৫ জুলাই ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২২৭.১২-৪০০—যেহেতু, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৬-৮-৬২ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইলঃ

তফসিল

মৌজা হরিখালি চক, জে, এল নং ১৪৬, থানা পাইকগাছা, জেলা খুলনা।

খতিয়ান	দাগ নং (আংশিক)	জমির পরিমাণ
২৫	২০৩	০.৫৫
২৭	২০৫	০.০১
২৯	২১৩	০.৩৪
২৯	২১৪	০.২১
২২	২১৬	০.২১
২২	২১৭	০.০১
২	২১৮	০.৫৬
২	২১৯	০.৪০
২	২২০	০.১০
৬	২২৩	০.৫৩
৬	২২৪	০.০৫
৭	২৩৩	০.১৮
৭	২৩৪	০.৯৬
১০,৩১	২৩৬	০.৫৬
১০,৩১	২৩৭	০.৬২
৩৬	২৩৮	০.৮৩
৪৫	২৪০	০.৫৬
১১	২৪৬	০.৭৬
৫৯	২৪৮	০.৫২
১৩	২৫৩	০.২৫
১৩	২৫৪	০.২৩
১৩	২৫৫	০.৩০
১৩	২৫৬	০.২৬
৩২,৬২,৬৩,৬৪	২৫৯	০.৫৭
৪২	২৭১	০.৪০

খতিয়ান	দাগ নং (আংশিক)	জমির পরিমাণ
৪৯	২৭২	০.২৮
৪৯	২৭৩	০.২৯
৪৩	২৭৬	০.৪৪
১৪	২৮১	০.৭৩
৪	২৮৪	০.৬৮
১২	২৯০	০.৪৬
৫	২৯১	০.৭৮
৫	২৯২	০.৭২
৫	২৯৩	০.১০
মোট দাগ ৩৪টি		১৪.৩৫
সর্ব্বমোট জমির পরিমাণ = ১৪.৩৫ একর মাত্র।		

জমির নকসা জেলা-খুলনা, ভূমি হুকুম দখল কর্মকর্তা (ওয়াপদা) খুলনা শাখা অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

অধিগ্রহণ শাখা-২

এল. এ কেস নং ২২/৬০-৬১

ঘ-ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণ এর জন্য ৫(৭) ধারা মোতাবেক নোটিশ ঃ

তারিখ, ৫ আগস্ট ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২৩৯.১২-৪২৩—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-০৫-৬১ তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারা (৭) উপ-ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিল বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ দখল করা হইল ঃ

তফসিল

জেলা বাগেরহাট, থানা শরনখোলা, মৌজা সোনাতলা, জে, এল, নং-১০।

পূর্ণ দাগ নং ৩৮২৮, ৩৮২১, ৩৮৩০, ৩৮৩২, ৩৮৩৩, ৩৮৩৪, ৩৮৩৫, ৩৮৩৮, ৩৯৩১, ৩৯৩৫, ৩৯৩৭, ৩৯৩৮, ৩৯৪০, ৩৯৪১, ৩৯৪৯, ৩৯৮৯, ৩৯৯০, ৩৯৯১, ৪১৮১, ৪১৮২, ৪১৯২, ৪২৩১ এবং ৪২৩২।

আংশিক দাগ নং-৩৫৪১, ৩৮০৯, ৩৮১১, ৩৮২৭, ৩৮৩১, ৩৮৩৬, ৩৮৩৭, ৩৮৩৯, ৩৯২৮, ৩৯২৯, ৩৯৩০, ৩৯৩২, ৩৯৩৩, ৩৯৩৪, ৩৯৩৬, ৩৯৩৯, ৩৯৪২, ৩৯৪৩, ৩৯৪৮, ৩৯৫০, ৩৯৫১, ৩৯৫২, ৩৯৫৩, ৩৯৮৮, ৩৯৯২, ৩৯৯৩, ৩৯৯৮, ৩৯৯৯, ৪০০০, ৪০০১, ৪১৭০, ৪১৭২, ৪১৭৩, ৪১৭৫, ৪১৭৬, ৪১৭৮, ৪১৮০, ৪১৮৩, ৪১৮৪, ৪১৮৬, ৪১৯০, ৪১৯১, ৪১৯৩, ৪২২৮, ৪২২৯, ৪২৩০, ৪২৩৩ এবং ৪২৩৪।

জমির পরিমাণ কমবেশী ২৯.৬০ একর মাত্র।

জমির নকশা ভূমি হুকুম দখল অফিস, বাগেরহাট জেলায় দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

এল, এ কেস নং ১০৬/৬০-৬১

ঘ-ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৫ আগস্ট ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২৩১.১২-৪২৪—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) হুকুম দখল আইন (১৯৪৮ সালের ১০ নং আইন এর ৩ ধারা মোতাবেক ৮-৩-৬১, ৮-৪-৬১ইং তারিখের আদেশ দ্বারা হুকুম দখল করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখলের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণ অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত হুকুম দখলকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা রায়েরমহল, জে,এল, নং-১১, থানা দৌলতপুর, জেলা খুলনা।

খতিয়ান নং সাবেক	সাবেক দাগ নং (আংশিক)	সাবেক দাগ নং (পূর্ণ)	জমির পরিমাণ (পূর্ণ)	প্রস্তাবিত জমির পরিমাণ
৫৮/১	-	৮৬১	০.১২	০.১২
৫৮/২	-	৮৬২	০.২৫	০.২৫
৫৮/৩	৮৬০	-	০.৩৬	০.২৯
				০.৬৬

সর্বমোট জমির পরিমাণ (কম/বেশী) ০.৬৬ একর মাত্র।

জমির নক্সা ভূমি হুকুম দখল (সাধারণ) অফিসে দেখা যাইতে পারে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

এল, এ, নথি নং ২১/৭৯-৮০

ঘ-ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৭ আগস্ট ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২৩৪.১২-৪২৮—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২৬-৮-৮১ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা-বলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা শার্শা, জে,এল, নং-৭২, উপজেলা শার্শা, জেলা যশোর।

আংশিক দাগ নং ১৪৫০ ও ১৪৫১।

জমির পরিমাণ (কম/বেশী) ৩৪ একর মাত্র।

জমির নক্সা যশোর ভূমি হুকুম দখল অফিসে দেখা যাইতে পাবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

এল, এ ও নথি নং ৪৪/৭৬-৭৭

ঘ-ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৭ আগস্ট ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২৩৩.১২-৪২৯—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ২০-৮-৭৯ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা রংপুর, জে,এল, নং-৫২, উপজেলা ডুমুরিয়া, জেলা খুলনা।

এস, এ দাগ নং আংশিক-৯১১৯।

মোট জমির পরিমাণ ০.৭৫ একর মাত্র।

খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/(এসএ শাখায়) অফিসে দেখা যাইতে পাবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

এল, এ (ও) কেস নং ১১৭/৬২-৬৩

ঘ-ফরম

সম্পত্তি অধিগ্রহণের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৭ আগস্ট ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২২৮.১২-৪৩০—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন) এর ৩ ধারা মোতাবেক ১১-৫-৬৩ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে, এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা রাজবৃন্দ, জে,এল, নং-২, থানা বটিয়াঘাটা, জেলা খুলনা।

এস, এ, দাগ নং (আংশিক) ১০০২, ১০০৩, ১০০৮।

সর্বমোট জমির পরিমাণ ১.৪০ একর মাত্র।

খুলনা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়/(এসএ শাখায়) অফিসে দেখা যাইতে পাবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

এল, এ কেস নং ৩৫৫/৬৭-৬৮

ঘ-ফরম

সম্পত্তি হুকুম দলের জন্য ৫(৭) ধারার মোতাবেক নোটিশ

তারিখ, ৭ আগস্ট ২০১২

নং ৩১.০০.০০০০.০৪৮.৩৪.২৩৫.১২-৪৩১—যেহেতু, নিম্ন তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ ১৯৪৮ সালের সম্পত্তি (জরুরী) অধিগ্রহণ আইন (১৯৪৮ সালের ১৩ নং আইন এর ৩ ধারা মোতাবেক ১৫-১০-৭০ তারিখের আদেশ দ্বারা অধিগ্রহণ করা হইয়াছে; এবং

যেহেতু উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ অধিগ্রহণের আওতাধীন রহিয়াছে; এবং যেহেতু উক্ত আইনের ৫ ধারার (৫) উপ-ধারা মোতাবেক প্রদত্ত রিপোর্ট বিবেচনার পর সরকার উক্ত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ হুকুম দখল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন;

সেহেতু, উক্ত আইনের ৫ ধারার (৭) উপ-ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, নিম্ন তফসিলে বর্ণিত উক্ত অধিগ্রহণকৃত সম্পত্তি/সম্পত্তিসমূহ সরকার কর্তৃক হুকুম দখল করা হইল ঃ

তফসিল

মৌজা লাউকুবি, জে,এল, নং-২৪, উপজেলা দাকোপ, জেলা খুলনা।

এস, এ দাগ নং পূর্ণঃ ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৭৬, ৯৭৫ এবং ৯৭৬।

এস, এ দাগ নং আংশিকঃ ৪৫২, ৪৫৫, ৪৫৭, ৪৬৫, ৪৭৫, ৯৭৪ এবং ৯৭৭।

মোট জমির পরিমাণ ৬.৬২ একর মাত্র।

জমির নক্শা খুলনা জেলা হুকুম দখল কর্মকর্তার অফিসে দেখা যাইতে পাবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

পারভীন আক্তার
উপ-সচিব।

রেলপথ মন্ত্রণালয়

আদেশ

তারিখ, ২ এপ্রিল ২০১২

নং ৫৪.০০০০.০০.০০৭.২৭.১৩৮.২০১১-৯৪৯—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, ডিইও/সদর রাজশাহী (চঃদাঃ)(বর্তমানে পি আর এল ভোগরত) ডিইও লালমনিরহাট হিসেবে দায়িত্ব পালন কালীন সময়ে লালমনিরহাট থানায় প্রদত্ত লাইসেন্স সম্পর্কিত তথ্যাদিসহ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হওয়ার আদেশ পালনে ব্যর্থ হওয়ায় এবং পূর্বের তারিখ দিয়ে অবৈধভাবে রেলের ভূ-সম্পত্তি লিজ প্রদান করার কারণে অভিযোগ আনয়ন- পূর্বক সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খালা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি মতে একটি বিভাগীয় মামলা রুজু করে ২৩-০৯-২০১১ তারিখের পত্র নং ৫৪.০০.০০০০.০৭.১৩৮.১১-৮৭৭ এর মাধ্যমে কৈফিয়ত তলব করা হয়;

যেহেতু, বিগত ২৭-০৩-২০১২ তারিখ সকাল ১১:০০ ঘটিকায় অভিযুক্তের ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়। ব্যক্তিগত শুনানীর সময় উপস্থাপিত দলিলাদি ও জবাব পর্যালোচনা করা হয়। সার্বিক পর্যালোচনায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগসমূহ মূলতঃ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনায় এবং ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার আদেশ যথাযথভাবে প্রতিপালনে ব্যর্থতার বিষয়টি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুল আজিজ, ডিইও/সদর রাজশাহী (চঃদাঃ)প্রাক্তন ডিইও, লালমনিরহাট, বর্তমানে পি আর এল ভোগরত এর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলো। এবং সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৫/বি) অনুসারে উক্ত বিধিমালার ৪(২/এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' লঘুদন্ড প্রদান করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ফজলে কবির
সচিব।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
তদন্ত ও শৃঙ্খলা শাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ২৮ শ্রাবণ ১৪১৯/১২ আগস্ট ২০১২

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-২৫/২০১২/৪০৫—যেহেতু, জনাব আবু জাফর মোঃ সালেহ, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, মনপুরা, ভোলা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করে জবাব প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, তিনি লিখিত জবাব দাখিল করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে অংশগ্রহণ করেন;

সেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করে মানবিক দৃষ্টিকোন থেকে সামগ্রীক বিষয়টি বিবেচনা করে তাকে ভবিষ্যতে দায়িত্ব পালনে অধিকতর যত্নবান হওয়ার জন্য সতর্ক করা হ'ল এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক তাঁকে বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল।

তারিখ, ২৯ শ্রাবণ ১৪১৯/১৩ আগস্ট ২০১২

নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৪৯/০৯/৪০৮—যেহেতু, জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল-এর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক রুজুকৃত ফৌজদারী মামলায় মাননীয় আদালত জামিন মঞ্জুর না করে জেল হাজতে প্রেরণ করায় মন্ত্রণালয়ের ১১-১১-২০০৯ তারিখের নং প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৪৯/২০০৯/৭১৮(১) নং প্রজ্ঞাপনমূলে তাকে চাকুরী হতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয় এবং মন্ত্রণালয়ের ৯-০২-২০১০ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৪৯/২০০৯/৪০ নং স্মারকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা-১৯৮৫ মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কৈফিয়ত তলব করা হয়; এবং

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণের পর বিভাগীয় মামলাটি অধিকতর তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতিদমন কমিশন কর্তৃক স্পেশাল জজ আদালত, টাঙ্গাইলে দায়েরকৃত মামলায় (মামলা নং-০৯/২০০৯) তিনি বেকসুর খালাস প্রাপ্ত হয়েছেন; এবং

যেহেতু, তাঁর লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য, তদন্ত প্রতিবেদন ও প্রাসঙ্গিক রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনান্তে তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা চলার মত উপযুক্ত কোন ভিত্তি নাই; এবং

সেহেতু, (ক) জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা শিক্ষা অফিসার (সাময়িক বরখাস্ত), ধনবাড়ী, টাঙ্গাইল-কে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৭(২)(এ) উপ-বিধি মোতাবেক বিভাগীয় মামলার দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হ'ল;

(খ) তাঁর সাময়িক বরখাস্তাদেশ (মন্ত্রণালয়ের ১১-১১-২০০৯ তারিখের প্রাগম/তঃশৃঃ/বিমা-৪৯/২০০৯/৭১৮(১) নং প্রজ্ঞাপন) এতদ্বারা প্রত্যাহারপূর্বক তাঁকে চাকুরীতে পুনঃবহাল করা হ'ল; এবং

(গ) তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কর্মকাল হিসাবে গণ্য হবে এবং তিনি বকেয়া বেতন-ভাতাদি প্রাপ্য হবেন।

২। জনস্বার্থে এ আদেশ জারী করা হ'ল এবং তা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এম, এম, নিয়াজউদ্দিন
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

শিল্প মন্ত্রণালয়

প্রশাসন (সংস্থাপন) শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২ আগস্ট ২০১২

নং ৩৬.০৪৬.০২৮.০৬.০০.০০৪.২০১০-৪৯৪—প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অফিস আদেশ নং-৫১.১১০.২.০.১.৯২.৩০২(৫০০), তারিখ-১৫-১০-৯২ মোতাবেক মাননীয় শিল্প মন্ত্রীর সদয় সম্মতিক্রমে শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান টিওএন্ডই-তে কম্পিউটার-০৯টি সংযোজন করা হলো।

২। উল্লিখিত সংযোজনের ফলে অত্র মন্ত্রণালয়ের টিওএন্ডই-তে কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার, ফ্যাক্স, স্ক্যানার এবং স্ট্যান্ড ফ্যানের সংখ্যা নিম্নরূপ হবেঃ—

(ক)	কম্পিউটার	-	৬৩টি
(খ)	প্রিন্টার	-	৩২টি
(গ)	ফটোকপিয়ার	-	০৭টি
(ঘ)	ফ্যাক্স	-	০৫টি
(ঙ)	স্ক্যানার	-	০৫টি
(চ)	স্ট্যান্ড ফ্যান	-	০১টি
(ছ)	সার্ভার	-	০১টি

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শরীফা আহমেদ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

আইন শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ আগস্ট ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০৫৫.১০.০০১.১২-১১১১—আসামী রাজীব ধর তার নামীয় ফেইসবুক ওয়ালে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে অত্যন্ত অবমাননাকর কটুক্তি করে একটি ছটি পোষ্ট করে। উক্ত ঘটনার সাথে জড়িত আসামী রাজীব ধরকে বন্দর থানার জিডি নং ৪৯১, তাং-১০-৭-২০১২ ইং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারা মূলে বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ২৯৫-ক ধারায় ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত হয়। তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজুর লক্ষ্যে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বন্দর থানা, সিএমপি, চট্টগ্রাম'কে ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ১৯৬ ধারার অধীন সরকারের অনুমোদন (Sanction) এতদ্বারা প্রদান করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শেফিনা বেগম
উপ-সচিব।

কারা অধিশাখা-২

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ১৩ আগস্ট ২০১২

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০১.১২-২২৩—আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর' ২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক নিম্নলিখিত কয়েদীদের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করেছে ঃ

(১) কয়েদী নং-৪৮১১/এ
নাম-রাসেল
পিতার নাম-মানিক মিয়া
বয়স-২৫ বৎসর।

(২) কয়েদী নং-৩৫৪০/এ
নাম-বদরুল ইসলাম (জানু মিয়া)
পিতার নাম-মৃত আফতাব আলী
বয়স-৪৬ বৎসর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাদেরকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০১.১২-২২৪—আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর' ২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার সুনামগঞ্জ **জেলা** কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করেছে ঃ

(১) মহিলা কয়েদী নং-৪৭৯৪/এ
নাম-পলি বেগম
স্বামীর নাম-জাহেদ
বয়স-২০ বৎসর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০১.১২-২২৫—আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর' ২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার যশোর কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করেছে ঃ

(১) মহিলা কয়েদী নং-৫৮৫৬/এ
নাম-তানিয়া বেগম
পিতার নাম ইদ্রিস বিশ্বাস
বয়স-২৮ বৎসর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

নং ৪৪.০০.০০০০.০২৪.০১.০০১.১২-২২৬—আসন্ন পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর' ২০১২ উপলক্ষে মুক্তিযোগ্য বন্দীদের মুক্তি প্রদানের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ৪০১(১) ধারার ক্ষমতাবলে সরকার বাগেরহাট জেলা কারাগারে আটক নিম্নোক্ত কয়েদীর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড মওকুফ করেছে ঃ

(১) কয়েদী নং-৭৫৪/এ
নাম-সেকান্দর
পিতার নাম মোঃ ইসমাইল
বয়স-৬৪ বৎসর।

২। অন্য কোন কারণে আটক রাখা আবশ্যক না হলে তাকে অবিলম্বে মুক্তি প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হ'ল।

৩। এ আদেশ মহামান্য রাষ্ট্রপতির সদয় অনুমোদনের প্রেক্ষিতে জারি করা হ'ল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ জহুরুল ইসলাম রোহেল
উপ-সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

শৃংখলা-১ শাখা

আদেশাবলী

তারিখ, ১১ শ্রাবণ ১৪১৯/২৬ জুলাই ২০১২

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-৪৬/২০০৭-৭৫৭—যেহেতু, ডাঃ মুহম্মদ চঞ্চল আজাদ (কোড নং-১১৪৬৭৯), মেডিকেল অফিসার, স্ব-রাজগঞ্জ সাব সেন্টার, দৌলতখান ভোলা গত ১১-১১-২০০৬ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন কিন্তু জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগে তিনি দোষী মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরী হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন, তাঁর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মুহম্মদ চঞ্চল আজাদ (কোড নং-১১৪৬৭৯), মেডিকেল অফিসার, স্ব-রাজগঞ্জ সাব সেন্টার, দৌলতখান ভোলা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১১-১১-২০০৬ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং স্বাপকম/পার-৫(শৃঙ্খলা-১)/ইউএ-২/১৯৯৭-৭৫৯—যেহেতু, ডাঃ ছন্দা ধর (কোড নং-৩৭৯০৫), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার শাকপুরা, উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম গত ০৫-০৬-১৯৯৬ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩ (বি) ধারায় অভিযুক্ত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫(১) ধারা মোতাবেক ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরী হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ ছন্দা ধর (কোড-৩৭৯০৫), প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, শাকপুরা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম- কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৫-০৬-১৯৯৬ থেকে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-১৩৭/২০০৮-৭৬০—যেহেতু, ডাঃ মোঃ আবদুল কাইয়ুম (কোড-৩৭৭১৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী অধ্যাপক, গাইনী), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা মিথ্যা বক্তব্য প্রদান ও মিথ্যা সার্টিফিকেট উপস্থাপন করায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগে তিনি দোষী মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরী হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন, তাঁর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ আবদুল কাইয়ুম (কোড-৩৭৭১৭), বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী অধ্যাপক, গাইনী), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর মহাখালী, ঢাকা-কে ০২-১২-২০০৫ তারিখ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-১০৫/২০০৩-৭৬১—যেহেতু, ডাঃ ফারুক আহম্মেদ (কোড-৩২৮৫৮), প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, কার্ডিওসার্জারী জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা গত ০১-১১-২০০২ তারিখ হতে কর্মস্থলে অননুমোদিতভাবে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (সি) বিধি মোতাবেক যথাক্রমে 'অসদাচরণ' ও 'বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি'র দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু, বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরী হতে কেন অপসারণ করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে অপসারণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরী হতে অপসারণ করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(৩)(সি) বিধি মোতাবেক ডাঃ ফারুক আহম্মেদ (কোড-৩২৮৫৮), প্রাক্তন সহকারী অধ্যাপক, কার্ডিওসার্জারী জাতীয় হৃদরোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল, ঢাকা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০১-১১-২০০২ থেকে সরকারি চাকুরি হতে অপসারণ করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-০৮/২০০৭-৭৬২—যেহেতু ডাঃ মোঃ একরাম হোসেন (কোড নং-৩৮৬৮৮), প্রাক্তন ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা গত ২৪-০৪-২০০৫ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন কিন্তু জবাব সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগে তিনি দোষী মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন, তাঁর জবাব সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁকে সরকারি চাকরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ মোঃ একরাম হোসেন (কোড নং-৩৮৬৮৮), প্রাক্তন ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, সদর হাসপাতাল, গাইবান্ধা-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ২৪-০৫-২০০৫ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

নং স্বাপকম/শৃংখলা-১/১-১০/২০০৩-৭৬৩—যেহেতু ডাঃ সামিনা শারমিন (কোড নং-৪৩৯৫৬), প্রাক্তন ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম গত ০৮-০৪-২০০২ তারিখ হতে বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগে তিনি দোষী মর্মে মতামত প্রদান করেন;

যেহেতু বিভাগীয় মামলায় আনীত অভিযোগ, তদন্ত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি এবং তারপর তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(৩)(ডি) বিধি মোতাবেক ডাঃ সামিনা শারমিন (কোড নং-৪৩৯৫৬), প্রাক্তন ইমার্জেন্সি মেডিকেল অফিসার, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, চট্টগ্রাম-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ০৮-০৪-২০০২ হতে সরকারি চাকুরি থেকে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

তারিখ, ২১ শ্রাবণ ১৪১৯/৫ আগস্ট ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০২.০০.০৬৮.২০১০-৮০২—যেহেতু, ডাঃ ফেরদৌস আক্তার জাহান (১১১৯৭০), মেডিকেল অফিসার, প্রেষণে আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল, সফিপুর, গাজীপুর গত ১৪-০৭-২০০৯ তারিখ হতে কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতিত কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় অভিযুক্ত করতঃ বিভাগীয় মামলা রুজু করে ৫(১) ধারা মোতাবেক ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে কেন বরখাস্ত করা হবে না মর্মে উক্ত অধ্যাদেশের ৫(২) ধারা মোতাবেক ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা দ্বিতীয় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান না করায় তাঁকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের মতামত চাওয়া হয়;

যেহেতু, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের সাথে একমত পোষণ করেছে;

যেহেতু, উক্ত কর্মকর্তাকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করার প্রস্তাব মহামান্য রাষ্ট্রপতি সদয় অনুমোদন করেছেন;

এক্ষণে সেহেতু, সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(এ) ধারা মোতাবেক ডাঃ ফেরদৌস আক্তার জাহান (১১১৯৭০), মেডিকেল অফিসার, প্রেষণে আনসার ও ভিডিপি হাসপাতাল, সফিপুর, গাজীপুর-কে তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতির তারিখ ১৪-০৭-২০০৯ থেকে সরকারি চাকুরি হতে বরখাস্ত করা হলো।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

আদেশ

তারিখ, ৫ জুলাই ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৮৯.২০১২.৮০৩—যেহেতু, ডাঃ মাহমুদুল আহমেদ রনক (১২২৫৪৩), সহকারী সার্জন, মনসুরনগর ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র, রাজনগর, মৌলভীবাজার মোবাইল কোর্ট আইন ২০০৯ এর ৭(২) ধারামতে দায়িত্বরত বিজ্ঞ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, মৌলভীবাজার কর্তৃক ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা জরিমানা ও ১ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন এবং জেল হাজতে প্রেরিত হন;

এক্ষণে, সেহেতু, তাঁকে বাংলাদেশ সার্ভিস রুলস (পার্ট-১) এর ৭৩ বিধি মোতাবেক চাকুরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো;

প্রচলিত নিয়ম মোতাবেক তিনি সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়ে খোরপোষ ভাতাদি প্রাপ্য হবেন;

এ আদেশ তাঁকে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক জেল হাজতে প্রেরণের তারিখ অর্থাৎ ০২-০২-২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সিনিয়র সচিব।

[একই নম্বর ও তারিখের স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

আদেশ

তারিখ, ২৭ মে ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০২.০০.০০৭.২০১০-৮৮৬—যেহেতু, ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম (৪১৫৯১), প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার, কার্ডিওলজি বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৭৯ এর ৩(বি) ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজুপূর্বক উক্ত অধ্যাদেশের ৫(১) ধারামতে প্রথম কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেননি;

যেহেতু, উল্লিখিত অধ্যাদেশের ৩(বি) ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করে ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশ প্রদান করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার ২য় কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ২৮-০২-২০১১ তারিখে ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

এক্ষণে সেহেতু, তাঁর জবাব ও সার্বিক বিষয়াদি বিবেচনান্তে অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর ৪(সি) ধারামতে ডাঃ মোহাম্মদ সেলিম (৪১৫৯১), প্রাক্তন সহকারী রেজিস্ট্রার, কার্ডিওলজি বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল, ঢাকা-কে তাঁর বেতন জাতীয় বেতন স্কেল ২০০৯ এর ১১০০০—২০৩৭০ (প্রাক্তন ৬৮০০—১৩০৯০) টাকার ১১০০০ টাকায় আগামী ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য অবনমিত করা হলো।

তাঁর অননুমোদিত অনুপস্থিতকালীন সময় ০১-০১-২০০৭ তারিখ হতে আদেশ জারীর তারিখ পর্যন্ত সময়-কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

এ আদেশ জারীর তারিখ হতে কার্যকর হবে।

এ কে এম আমির হোসেন
অতিরিক্ত সচিব।

আদেশাবলী

তারিখ, ১ জুলাই ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৩৩.২০১২-৬৫৫—যেহেতু, ডাঃ রাশেদুল ইসলাম রাশেদ (১১৪০৯৫), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(সি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "বিনানুমতিতে কর্মস্থলে অনুপস্থিতি" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৩-০৬-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান গত ০২-০৩-২০০৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হতে অসুস্থ থাকার ফলে কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকেন। তিনি তার অসুস্থতার বিষয়টি তার স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছিলেন। পরবর্তীতে সুস্থ হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক গত ২৪-০৭-২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিকট যোগদান পত্র পেশ করেন। তিনি ০২-০৩-২০০৭ হতে ২৩-০৭-২০১১ খ্রিস্টাব্দ তারিখ পর্যন্ত কর্মস্থলে অনুপস্থিতির বিষয়টি স্বীকার করেছেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ রাশেদুল ইসলাম রাশেদ (১১৪০৯৫), সহকারী সার্জন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ফুলছড়ি, গাইবান্ধা এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) ও ৪(২)(সি) বিধিমতে 'তিরস্কার' এবং আগামী ০২(দুই) বছর পর্যন্ত তাঁর দক্ষতাসীমা অতিক্রম স্থগিতকরণের শাস্তি আরোপ করা হলো।

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০২৩.২০১২-৭৯০—যেহেতু, ডাঃ নাভিদা সাদেক (১২৪১৭১), মেডিকেল অফিসার, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, টাংগাইল (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জলঢাকা, নীলফামারী)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত বিভাগীয় মামলার কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৯-০৭-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান তার ০২ মাসের শিশু সন্তান অসুস্থ হলে তিনি একটি ছুটির দরখাস্ত করে ঢাকায় গমন করেন। তিনি চাকুরিতে নবীন হওয়ায় এবং চাকুরি বিধির বিষয়ে জানা না থাকায় তিনি অনুমতি ব্যতিত কর্মস্থল ত্যাগ করেছিলেন। তিনি তার অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ নাভিদা সাদেক (১২৪১৭১), মেডিকেল অফিসার, বক্ষব্যাধি ক্লিনিক, টাংগাইল (প্রাক্তন মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জলঢাকা, নীলফামারী) এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, শুনানীকালে তাঁর বক্তব্য এবং সামগ্রিক বিষয়াদি পর্যালোচনায় তাঁর ভুলের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও ক্ষমা প্রার্থনা করায় নবীন কর্মকর্তা হিসেবে মানবিক কারণে তাঁকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(এ) বিধিমতে 'তিরস্কার' শাস্তি আরোপ করা হলো। তাঁর ২৬-০৪-২০১১ তারিখ হতে ১৫-০৫-২০১১ তারিখ পর্যন্ত অননুমোদিত অনুপস্থিতিকালীন সময়কে বিনাবেতনে অসাধারণ ছুটি হিসেবে মঞ্জুর করা হলো।

তারিখ, ২ আগস্ট ২০১২

নং ৪৫.১৫০.০২৭.০১.০০.০৭৯.২০১২-৮০১—যেহেতু, ডাঃ এস এন আয়েশা সিদ্দিকা (৩৫৯২৮), প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও (ডি) বিধি মোতাবেক "অসদাচরণ" ও "দুর্নীতি" এর দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করে কারণ-দর্শানো নোটিশ জারি করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ১৯-০৭-২০১২ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর সময় জানান ময়মনসিংহ জেলার গফরগাঁও থানার মামলা নং ৪, তারিখ ০৫-০৮-২০০৯ এর হত্যা মামলার ময়না তদন্ত রিপোর্ট তিনি তার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে প্রস্তুত করেছিলেন এবং রিপোর্ট প্রণয়নে কোন ভুল হয়ে থাকলে তিনি তার জন্য দুঃখিত, অনুতপ্ত ও ক্ষমাপ্রার্থী;

এক্ষণে, সেহেতু, ডাঃ এস এন আয়েশা সিদ্দিকা (৩৫৯২৮), প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব, ব্যক্তিগত শুনানী ও প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদন এবং নথিতে সংরক্ষিত অন্যান্য কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ও বিধিবদ্ধ নিয়মকানুন অনুসরণ না করে, প্রধানতঃ সংঘটিত পর্যবেক্ষণসমূহ বিবেচনায় না এনে এবং কিছু পর্যবেক্ষণ গোপন করে মিথ্যা ময়না তদন্ত রিপোর্ট প্রণয়নের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৪(২)(ই) বিধি মোতাবেক আগামী ০২ (দুই) বছরের জন্য তাঁর বেতন তাঁর প্রাপ্য বর্তমান বেতন স্কেলের সর্বনিম্ন ধাপে অবনমিত করে ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেলের ১৫০০০-৭০০×১৬-২৬২০০ এর স্কেলে টাকা ১৫০০০ এ নির্ধারণ করার শাস্তি আরোপ করা হলো।

তারিখ, ৬ আষাঢ় ১৪১৯/২০ জুন ২০১২

নং স্বাপকম/শৃঙ্খলা-২/অভি-১/২০১০-৪৭—যেহেতু, ডাঃ মোজাফফর আলী আহমেদ, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), শিবগঞ্জ, বগুড়া এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধি মোতাবেক অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করে ১ম কারণ-দর্শানো নোটিশ জারী করা হয়;

যেহেতু, অভিযুক্ত কর্মকর্তা উক্ত কারণ-দর্শানো নোটিশের জবাব প্রদান করেন এবং ০৭-০৭-২০১০ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, তাঁর জবাব ও শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয় এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বিষয়টি তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন এবং আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি মর্মে মতামত প্রদান করেন;

এক্ষণে, সেহেতু অভিযুক্ত কর্মকর্তার লিখিত জবাব, শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য তদন্ত প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র পর্যালোচনাপূর্বক ডাঃ মোজাফফর আলী আহমেদ, মেডিকেল অফিসার (এমসিএইচ-এফপি), শিবগঞ্জ, বগুড়া-কে তাঁর বিরুদ্ধে দায়েরকৃত বর্ণিত বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

খোরশেদ আলম চৌধুরী
অতিরিক্ত সচিব।

পার-৩ অধিশাখা

আদেশ

তারিখ, ৩০ জুলাই ২০১২

নং ৪৫.১৪৪.০২৭.০০.০০.০০২.২০১২-৬৩১—যেহেতু, ডাঃ মোঃ মঞ্জুর মোর্শেদ (হিমু) (কোড নং ১২২৯৬৮), মেডিকেল অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শিবচর, মাদারীপুর ভাঙ্গা থানার মামলা নং ০৭, তারিখঃ ০৭-০৬-২০১২ মূলে গ্রেফতার হয়েছেন, এবং

এক্ষণে সেহেতু, তাকে বিএসআর পার্ট-১ বিধি ৭৩-এর বিধান মোতাবেক গ্রেফতারের তারিখ অর্থাৎ ০৭-০৬-২০১২ তারিখ হতে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হল।

২। তিনি প্রচলিত বিধি মোতাবেক সাময়িক বরখাস্তকালীন খোরপোষ ভাতা প্রাপ্য হবেন।

৩। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

মুহম্মদ হুমায়ুন কবির
সচিব।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
প্রশাসন-১ অধিশাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১২ আগস্ট ২০১২

নং ৪৬.০৩৯.০১৮.০০.০০.০০২.২০১১-১০৬৫— বিশ্বব্যাংকের সাথে স্বাক্ষরিত দ্বিতীয় লোকাল গভর্ন্যান্স সাপোর্ট প্রজেক্ট (এলজিএসপি-২) এর Financing Agreement অনুসারে স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব এর নেতৃত্বে নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি Intergovernmental Fiscal Transfer Unit গঠন করা হল :

(ক) **ইউনিট প্রধান**

অতিরিক্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব, ইউনিয়ন পরিষদ অধিশাখা
যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব, উপজেলা অধিশাখা
যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব, জেলা পরিষদ অধিশাখা
যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব, পৌর অধিশাখা
যুগ্ম-সচিব/উপ-সচিব, সিটি কর্পোরেশন অধিশাখা
উপ-সচিব, বাজেট ও বাস্তবায়ন অধিশাখা

(খ) সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখার মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে Fiscal Transfer চলমান থাকবে তবে তাদের কার্যক্রম বা সার্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে Intergovernmental Fiscal Transfer Unit এর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত সচিবকে অবহিত রাখবেন।

২। এ ইউনিট এর কার্যপরিধি (Terms of Reference) নিম্নরূপ হবে :

- প্রতি তিন মাসে এ ইউনিটের সভা অনুষ্ঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাঁদের কার্যক্রম সভায় উপস্থাপন করবেন। এ ইউনিট প্রয়োজনে বিশেষ সভা আহবান করতে পারবে।
- বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বরাবর প্রেরিত সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন সহায়তা (থোক) বরাদ্দের বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যাদি এ ইউনিটে সংরক্ষণ করা হবে।
- সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ বরাবর প্রেরিত উন্নয়ন সহায়তা (থোক) বরাদ্দের পরিমাণ তথা সংশ্লিষ্ট যাবতীয় তথ্যাদি এ ইউনিট প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে প্রতিবেদন আকারে কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করবে।
- এ ইউনিট বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের বাজেট নির্ধারণ, কিস্তি ভিত্তিক অর্থ ছাড় ইত্যাদি বিষয় মনিটরিং করবে এবং এ বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগকে পরামর্শ প্রদান করবে।
- আন্তঃ সরকার উন্নয়ন সহায়তা (থোক) বরাদ্দের অর্থ স্থানান্তরের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং তা সমাধানের বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে যথাযথ পরামর্শ প্রদান করবে।
- স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে অর্থ স্থানান্তর প্রক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধন করবে।

৩। স্থানীয় সরকার বিভাগের ইউনিয়ন পরিষদ-২ শাখা এ ইউনিটকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ যাহিদ হোসেন
উপ-সচিব।

পৌর-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ২৪ জুলাই ২০১২

নং ৪৬.০৬৪.০২৭.৪৭.০৫.৪৯৭.২০১২/১১৫৫—যেহেতু জনাব মল্লিক মোঃ আইউব, মেয়র, পাথরঘাটা পৌরসভা পদে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব পালন করছেন;

যেহেতু, কথিত ডাঃ বিধান চন্দ্র বেপারীর বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) এর রেজিস্ট্রেশন না থাকা সত্ত্বেও তাকে পৌরসভার বিধিবহির্ভূতভাবে চুক্তিতে নিয়োগ দান করেছেন;

যেহেতু, কথিত ডাঃ বিধান চন্দ্র বেপারীকে ভূয়া চিকিৎসক জেনেও তাঁর প্রতিষ্ঠান জহুরা খাতুন মাতৃমঙ্গল ক্লিনিককে লাভবান করার লক্ষ্যে এবং সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণের স্বার্থে মাসিক ১০,০০০ টাকা চুক্তিতে নিয়োগ দান করে পৌর মেয়র ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক পৌরসভার আর্থিক ক্ষতিসাধন করেছেন;

যেহেতু, উক্ত বিষয়ে তাঁকে কারণ দর্শানো হলে, তাঁর প্রেরিত কারণ দর্শানো জবাব কর্তৃপক্ষের নিকট যথাযথ এবং সন্তোষজনক মর্মে প্রতীয়মান হয়নি;

যেহেতু, তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ক্ষমতার অপব্যবহারপূর্বক পৌরসভার আর্থিক ক্ষতিসাধন সম্পর্কিত অভিযোগটি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে;

যেহেতু, এরূপ অভিযোগের কারণে স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(ঘ) বিধান মতে পৌর মেয়রকে স্বীয় পদ হতে অপসারণের বিধান রয়েছে;

যেহেতু, সরকার জনাব মল্লিক মোঃ আইউব, মেয়র, পাথরঘাটা পৌরসভা, বরগুনা-কে অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

সেহেতু, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২(১)(ঘ) বিধান মোতাবেক বরগুনা জেলার পাথরঘাটা পৌরসভার মেয়র জনাব মল্লিক মোঃ আইউব-কে মেয়র পদ হতে অপসারণ করা হল।

এ আদেশ জনস্বার্থে জারি করা হল এবং অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রেহানা ইয়াছমিন
সিনিয়র সহকারী সচিব।

[একই তারিখ ও একই স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

পাস-২ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ জুলাই ২০১২

নং ৪৬.০৮৫.০১৮.০২.০০.০০৪.২০১১(অংশ-১)-৯৬৮—পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(গ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব মোঃ সোলেমান আলম সেট-কে পানি ব্যবহারকারীগণের প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শামস্ উদ্দিন আহমদ
উপ-সচিব (পাস)।

[একই তারিখ ও একই স্মারকের স্থলাভিষিক্ত]

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৩০ জুলাই ২০১২

নং ৪৬.০৮৫.০১৮.০২.০০.০০৪.২০১১(অংশ-১)-৯৭৬—পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ আইন, ১৯৯৬-এর ৬(১)(ট) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জনাব জাফর আহমদ সাদেক-কে ইনষ্টিটিউট অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স বাংলাদেশ এর প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে চট্টগ্রাম ওয়াসা বোর্ডের সদস্য নিয়োগ করা হলো।

২। এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

শামস্ উদ্দিন আহমদ
উপ-সচিব (পাস)।

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

উন্নয়ন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১ আগস্ট ২০১২

নং ৪৭.০৩৪.০২০.০০.০০.০০৭.২০১০(খণ্ড)-২৫৫—জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং-সম/সওব্য/টিম-৪(২)-উঃপ্রঃনিঃ/৪৭/৯৭-১৮৮, তারিখ-২১-০৮-১৯৯৭ এর অনুসরণে এবং এ বিভাগ থেকে ইতোপূর্বে ১০-০১-২০০৭ তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপনের অনুবৃত্তিক্রমে পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন এ বিভাগ এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ১-১০ গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের পদ পূরণের জন্য নিম্নোক্ত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি নিয়োগ কমিটি গঠন করা হলো :

সভাপতি

(১) যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

সদস্যবৃন্দ

(২) উপ-সচিব (উন্নয়ন), পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(৩) উপ-প্রধান, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ

(৪) অর্থ বিভাগের একজন প্রতিনিধি

(৫) সংশ্লিষ্ট সংস্থা/অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৬) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক

২। **কমিটির কর্মপরিধি :**

(ক) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ সকল উন্নয়ন প্রকল্পের ১-১০ গ্রেডভুক্ত পদে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের ব্যাপারে এ কমিটি সুপারিশ করবে।

(খ) নিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাব ও সুপারিশ বিবেচনা করার প্রাক্কালে কমিটি সরকারের প্রচলিত বিধিবিধান ও আদেশসমূহ প্রতিপালন করবে।

(গ) কমিটি প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

৩। অবিলম্বে ইহা কার্যকর হবে এবং ইতোপূর্বে এ বিষয়ে জারীকৃত সকল আদেশ/সংশোধিত আদেশ এতদ্বারা বাতিল করা হলো।

বিপিন চন্দ্র বিশ্বাস
সহকারী প্রধান।

জানপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

বিধি-৪ শাখা

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ২৭ পৌষ ১৪১৯/১০ জানুয়ারি ২০১৩

নং ০৫.০০.০০০০.১৭৩.০৮.০০২.১২-১১—নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সূচি অনুসারে আগামী ১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রিঃ তারিখ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের ২৮৯ চট্টগ্রাম-১২ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ভোটগ্রহণ উপলক্ষে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট জাতীয় সংসদের ২৮৯ চট্টগ্রাম-১২ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনী এলাকাধীন সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ এবং সরকারি, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক/কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ তাদের স্ব স্ব ভোটাধিকার

প্রয়োগ ও ভোটগ্রহণের সুবিধার্থে ভোটের দিন ১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ/০৪ মাঘ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ তারিখ বৃহস্পতিবার জাতীয় সংসদের ২৮৯ চট্টগ্রাম-১২ নির্বাচনী এলাকার শূন্য আসনের নির্বাচনী এলাকায় সাধারণ ছুটি (সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় যদি উক্ত তারিখে কোন পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় তাহলে উক্ত পরীক্ষার কেন্দ্রসমূহ ও পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/কর্মচারীগণ সাধারণ ছুটির আওতা বহির্ভুত থাকবে) ঘোষণা করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ এস এম মুস্তাফিজুর রহমান
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পরিকল্পনা কোষ-২

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৫ পৌষ ১৪১৯/১৯ ডিসেম্বর ২০১২

নং ০৫.২০৭.০০৭.০০.০০.০০৭.২০১০(অংশ)-৪২৮—জাপান ঋণ অবলোপন তহবিল (জেডিসিএফ)-এর অর্থায়নে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য "বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শক্তিশালীকরণ (৩য় পর্যায়)-সংশোধিত" শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত প্রকল্প দলিল মোতাবেক নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে একটি Project Implementation Committee গঠন করা হলো ঃ

চেয়ারপার্সন

(১) এমডিএস (প্রকল্প) ও প্রকল্প পরিচালক

সদস্যবৃন্দ

(২) এমডিএস (পিন্ডএস), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

(৩) পরিচালক (প্রশাসন), বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা

(৪) উপ-সচিব (উন্নয়ন)/যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়

(৫) পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি

(৬) আইএমইডি এর প্রতিনিধি

(৭) অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি

(৮) অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রতিনিধি

সদস্য-সচিব

(৯) উপ-প্রকল্প পরিচালক, বিপিএটিসি, সাভার, ঢাকা।

২। **গঠিত কমিটির কার্যপরিধি নিম্নরূপ ঃ**

The Committee will monitor day to day activities of the Project. The Committee may co-opt one or two other members. The Committee will meet atleast quarterly.

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

এ,এস,এম অদুদুর রহমান
সহকারী প্রধান।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৭

আদেশাবলী

তারিখ, ০৪ অক্টোবর ২০১২

নং বিচার-৭/২এন-৪২/০৫-৬৯৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, পিতা মোঃ ওয়াজিদ আলী, গ্রাম রাজনগর, ডাকঘর পৃথিমপাশা, উপজেলা কুলাউড়া, জেলা মৌলভীবাজার) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে মৌলভীবাজার জেলার কুলাউড়া উপজেলার ১২নং পৃথিমপাশা ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

তারিখ, ১৯ নভেম্বর ২০১২

নং বিচার-৭/২এন-২২/২০১২-৭৯৩—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব মোঃ মহসীন আল কবীর, পিতা মৃত এ, কে, এম, আবু বকর মিয়া, গ্রাম বৈদ্যনাথপুর, ডাকঘর গজরা বাজার, উপজেলা মতলব উঃ, জেলা চাঁদপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে চাঁদপুর জেলার ঘনিয়ার পাড় মতলব উঃ উপজেলার ১নং গজরা ইউনিয়ন এলাকায় বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ বা তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করা হইল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৫ বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

মোঃ মাহমুদুল করিম
সিনিয়র সহকারী সচিব।